২ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন করো।

সূচনা: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন শাসন শুরু হয়। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পরে সাতবাহন শাসন শেষ হয়ে যায়। সাতবাহন বংশের প্রথম শাসক সিমুক। তাঁর সময় প্রতিষ্ঠান ও নানাঘটি অঞ্চলে সাতবাহন শাসন ছিল। সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী। তিনি ১০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর ১৯ বছর পর তাঁর মা গৌতমী বলশ্রী তাঁর কীর্তিমান পুত্রের যশো গৌরবের বিবরণ দিয়ে 'নাসিক প্রশস্তি' রচনা করেন। এই নাসিক প্রশস্তি, কলিঙ্গরাজ খারবেলের হস্তিগুম্ফা লিপি, পুরাণ, হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ এবং জোগালথেম্বিতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি থেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের সাময়িক দুর্বলতা: মুদ্রা ও শিলালিপিতে যাদের 'সাতবাহন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরাণে তাদের বলা হয়েছে 'অন্ধ্র' বা 'অন্ধ্রভৃত্য'। ড. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেন যে, সাতবাহন বা অন্ধ্ররা প্রথমে ছিল মৌর্যদের ভৃত্য। একারণে তাঁদের 'অন্ধ্রভৃত্য' বলা হয়েছে। বলা হয় যে, মৌর্য সম্রাটের অধীনস্থ অন্ধ্রভৃত্যরা কর্মসূত্রে মহারাষ্ট্রে যায়। মৌর্যদের পতন হলে সেখানে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পরে ধীরে ধীরে তারা পূর্ব দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন, পশ্চিম দাক্ষিণাত্যই সাতবাহনদের আদি বাসস্থান। সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। পুরাণে বলা হয়েছে কান্ব ও শুঙ্গ বংশকে ধ্বংস করে তিনি নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আনুমানিক ৬০-৩৭ খ্রিস্টপূর্ব রাজত্ব করেন। সাতবাহন বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা ছিলেন প্রথম সাতকর্ণী। তিনি 'দক্ষিণাপথপতি' উপাধি নেন। প্রথম সাতকর্ণীর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর-পূর্বে নর্মদা তীর থেকে পূর্বে কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম সাতকর্ণীর পর তাঁর রানি নায়নিকা তাঁর দুই নাবালক পুত্র বেদশ্রী ও শক্তিশ্রীর পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করেন। এরপর দ্বিতীয় সাতকর্ণী সিংহাসনে বসেন। তারপর কয়েকজন সাতবাহন রাজার নাম পুরাণে পাওয়া যায়। ২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাতবাহন রাজা 'হাল' সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম সাতকর্ণীর আমল থেকেই শক ও সাতবাহনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে শক আক্রমণকারীরা পশ্চিম ভারতে রাজপুতানা, গুজরাট হয়ে মহারাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করে। শকমহাক্ষত্রপ নহপাল তাঁর সেনাপতি তথা জামাতা ঋষভদত্ত শক রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাতবাহন রাজ্য আক্রমণ করতে থাকেন। শকদের আক্রমণে পশ্চিম দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রের

উত্তরাংশের ওপর থেকে সাতবাহনদের আধিপত্য লুপ্ত হয় এবং তাদের আধিপত্য শুধুমাত্র দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত সাতবাহনরা নহপালের আক্রমণে তাদের আদি বাসস্থান মহারাষ্ট্র ছেড়ে অন্ধ্রে বাস করতে বাধ্য হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কোনো এক সময়ে নহপাল সাতবাহন বংশের সংকটময় মুহূর্তে এই বংশের গৌরব ম্লান করেছিলেন।

২ **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্যজয়:** অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী মহারাষ্ট্র ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করে সাতবাহনদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে "সাতবাহন-কুল-যশঃ প্রতিষ্ঠানকর" অর্থাৎ সাতবাহনদের যশ প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' বলা হয়েছে। যবন অর্থাৎ গ্রিক ও পহ্লব অর্থাৎ পার্থিয়ানদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে শকদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা জানা যায়। তিনি ১২৪-১২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষহরত শক-ক্ষত্রপ নহপান ও তাঁর জামাতা ঋষভদত্তকে মহারাষ্ট্র থেকে উচ্ছেদ করেন। নাসিক প্রশস্তির মতে, গৌতমীপুত্র শকদের কাছ থেকে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মালব, বেরার, উত্তর কোঙ্কন দখল করেন। শক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তিনি মহারাষ্ট্রের গোবর্ধন জেলায় বেনাকটক নগরী নির্মাণ করেন এবং 'রাজরাজ' উপাধি নেন। তবে শকদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শকদের অন্য এক শাখা-কার্দ্দমাক শকদের অধিপতি চষ্টন ও তাঁর সহকারী রুদ্রদামন তাঁকে পরাজিত করে নহপানের কাছ থেকে অধিকৃত সকল স্থান ছিনিয়ে নেন। শক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় তিনি নিজ পুত্র বশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণীর সঙ্গে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দেন। নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর অধীনস্থ যে-স্থানগুলির উল্লেখ আছে, সেগুলি হল—আসিক (মহারাষ্ট্র), মূলক (পৈঠানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল), সুরথ (কাথিয়াওয়াড়), কুকুর (উত্তর কাথিয়াওয়াড়), অনুপ (নর্মদা নদীর তীরে মাহিশ্মতী), বিদর্ভ (বেরার), অবন্তী (পশ্চিম মালব) এবং আকর (পূর্ব মালব)। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে বিন্ধ্যপর্বত থেকে মলয় পর্বত এবং পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের অধিপতি বলা হয়েছে। ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ সকল ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন কৃষ্ণা উপত্যকা থেকে কাথিয়াওয়াড় এবং বেরার থেকে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৩ **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর শাসননীতি:** গৌতমীপুত্র সুশাসকরূপে খ্যাতি পেয়েছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি নিরন্তর কাজ করতেন। কাজগুলি হল— (ক) মানবতাবাদ ও শাস্ত্রের আইন উভয় ব্যবস্থার মধ্যে তিনি সমন্বয়সাধন করেন। (খ) কৃষির উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি পশ্চিম এশিয়া ও রোমের সঙ্গে উন্নত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। (গ) নাসিক প্রশস্তির মতে, তিনি ক্ষত্রিয়দের অহংকার খর্ব করেন, ব্রাহ্মণ ও নিম্ন জাতিকে রক্ষা করেন।

ঘ তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে দরিদ্র শ্রেণির ওপর করভার লাঘব করেন। ঙ তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মকে রক্ষা এবং চতুর্বর্ণকে রক্ষার প্রয়াস করেন বলে নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে। চ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি বৌদ্ধদের প্রতি উদার ছিলেন। কার্লে, নাসিক প্রভৃতি স্থানে বিহারবাসীদের তিনি ভূমি ও গুহা দান করেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে অনেকে ভারতীয় উপকথার 'বিক্রমাদিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু এই মত নিতান্তই অমূলক। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, কিন্তু সাতবাহনদের রাজধানী প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান। বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিক্রমাদিত্য। কিন্তু গৌতমীপুত্র কোনো অব্দ প্রচলন করেননি। তা ছাড়া তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিও গ্রহণ করেননি। তিনি 'বর-বরণ-বিক্রমচারু বিক্রম' উপাধি ধারণ করেন।